আমাদের সময়
৪র্থ বর্ষ ৩২৩তম সংখ্যা ● বৃহস্পতিবার ১২ জুন ২০০৮ ● নতুন ধারার দৈনিক

বক্তব্য রাখছেন ফজলে হাসান আবেদ -মেহরাজ

শিক্ষকদের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে বৈঠক

প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের অভিলাষ ব্র্যাকের নেই: ফজলে হাসান আবেদ

আনোয়ারুল করিম: দেশের ২০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের জন্য ব্র্যাকের গৃহীত একটি পাইলট প্রকল্প নিয়ে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ গতকাল বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অভিলাষ ব্র্যাকের নেই। আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের ৪টি সংগঠনের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে আলোচনায় বসবে ব্র্যাক।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ফজলে হাসান আবেদ বলেন, তারা মনে করে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারিকরণ করা উচিত হবেনা; প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ব্র্যাক শুধু চায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় তাদের সাফল্য প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কাজে লাগাতে। ব্র্যাক পরিচালিত ৩৭ হাজার ৫০০ উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এদের প্রায় সবাই নানা কারণে প্রচলিত বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করতে পারেনি। এসব বিদ্যালয়ে ৮ বছরের কম কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়না। এখন তারা ভাবছে এ বয়সের সিলিং ১০ বছর করা হবে। তাহলে কেউই মনে করতে পারবেনা ব্র্যাক প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাচ্ছে।

ফজলে হাসান আবেদ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, ২০টি উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই ব্র্যাক তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমাপনের হার ৮০ শতাংশে উন্নীতকরণ, উপস্থিতির হার কমানো, শিক্ষার্থীদের শিখনমান উন্নয়নই এ পাইলট প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আবেদ বলেন, প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ, অভিভাবকসভা অনুষ্ঠান, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণ, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পাক্ষিক পর্যালোচনাসভা আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়েই এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। ব্র্যাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকের মাধ্যমেই এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে। এসব কর্মকাণ্ড সরকারের পিইডিপি-২ প্রণীত মডিউল ও উপকরণের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমিনুল ইসলাম, ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, ড. শফিকুল ইসলাম, সমীর রঞ্জন নাথ, এম আনোয়ারুল হক প্রমুখ। সম্পাদনা: দুলাল